দৈনিক জনকণ্ঠ

JAN. 23 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

প্রতিক্রিয়া

প্রসঙ্গ বাংলা একাডেমীর শঙ্কিত পদযাত্রা

মোনায়েম সরকার

গত ২০ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের সপ্তম পৃষ্ঠায় লুৎফর রহমান রিটনের "অন্ধকারের দিকে বাংলা একাডেমীর শঙ্কিত পদযাত্রা" শীর্ষক লেখার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই লেখার বেশ কিছু অংশে আমার নামে অনেক অসত্য, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। রিটন সাহেবের পরিবেশিত তথ্যে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বিধায় আমি নিম্নবর্ণিত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

রিটন সাহেব টোকিওতে তাঁর ওপর 'বর্তমান সরকার নির্দয়-নিষ্ঠুর-অমানবিক আচরণ করছে' উল্লেখপূর্বক বাংলা একাডেমী সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত শঙ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। রিটন আমার স্নেহভাজন ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর লেখায় আমাকে যেভাবে তিনি হেয় করার চেষ্টা করেছেন তা দেখে তাঁর জ্ঞানের পরিধি, বিচক্ষণতা, বিচারবুদ্ধি ও সুস্থতা সম্বন্ধে আমার সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মহাপরিচালক থাকাকালে তিনি আমাকে বাংলা একাডেমীর নেপথ্য মহাপরিচালক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যা একটি হাস্যকর মন্তব্য। এ মন্তব্যের দ্বারা তিনি বাংলা একাডেমীর ঐতিহ্যগত ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব, তার উক্তি মতে বেআইনীভাবে আমাদের এনজিওকে দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ' একটি সেবা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, এটি কোন এনজিও নয়। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তার জ্ঞানের বহর খুবই সীমিত অথচ এর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লাগামহীন। লেখার এক অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন, "মো সরকারের কথিত সেই এনজিওর সঙ্গে শুনেছি সাবেক অর্থমন্ত্রী মি. কিবরিয়াসহ বহু কুতুব জড়িত ছিলেন।" লুৎফর সাহেবের এই কথায় ভয়ানক আক্রোশমূলক মনোভাব ফুটে উঠেছে। কারণ একটি প্রতিষ্ঠিত গবেষণামূলক সংস্থাকে জনসমক্ষে হেয় করার জন্য এর সঙ্গে জড়িত এসব সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করার জন্যই তিনি এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানটি 'কথিত' সংস্থা নয়, এতে কোন 'কুতুব' সংশ্লিষ্ট নন। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ দেশের ৯০ জন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, কবি, আইনবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা এই প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টামণ্ডলী, ট্রাস্টী এবং বোর্ড অব গবর্নরসে রয়েছেন।

আমার ও ফাউন্ডেশন সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার পূর্বে প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি কি তা জানা উচিত ছিল। একটি পৃষ্ঠা নয়, জনাব রিটন, ষোলো শ' তেরো টাইপকৃত পৃষ্ঠা বাংলা একাডেমীতে জমা দেয়া হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে শতাধিক ফটোগ্রাফ, বঙ্গবন্ধুর ১০টি হস্তলিপি জমা দেয়া হয়েছে। সত্য এই যে, বঙ্গবন্ধুর জীবনী-প্রকল্পের জন্য বাংলা একাডেমীর সঙ্গে ১৯৯৮ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি বিধিসম্মত চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই চুক্তির শর্তানুযায়ী আমরা একাডেমী থেকে অর্থ গ্রহণ করেছি এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে জমা দেয়ার পরই চুক্তি অনুযায়ী বাকি অর্থ পরিশোধ করতে অনুরোধ জানাই। একাডেমী দু'জন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করায় এবং তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করে জমা দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে গত ১১-১১-২০০১ তারিখে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাদের পত্র দিয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে পরামর্শ অনুযায়ী কিছু সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন, পুনর্লিখন ইত্যাদি কাজ এখন চলছে।

প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের "এক্সটেনশন পাইয়ে দিতে তৎপর হলেন মো সরকারেরা"-রিটন সাহেবের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিষয়টি সম্পূর্ণ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। কাজেই আমাদের তৎপরতার কোন সুযোগ থাকার কথা নয়। যেমন লুৎফর রহমান রিটনকে "বাংলাদেশ দূতাবাস টোকিওতে প্রথম সচিব হিসাবে" নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে সরকার ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কিছু করার সুযোগ ছিল না। আমাকে জড়িয়ে এই মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্য কী, তা তিনিই ভাল জানেন।

প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বিদায় নেয়ার পর আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের "দ্রুয়ারবন্দী মো সরকার স্বাক্ষরিত একটি চিঠি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর পাণ্ডুলিপির সামান্য অংশ" জনাব লুৎফর কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন তা বুঝতে জনগণের খুবই অসুবিধার কথা। অফিসীয় কাগজপত্র রিটন সাহেবের দাবিমতে তাঁর হস্তগত হয়েছে এই বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে কী উপায়ে তা হলো তা জানতে অনেকের আগ্রহ হবে। আমাদের চিঠিতে "১০ লাখ টাকা পরিশোধের জন্য চিঠির ওপরের ডানদিকে সাবেক সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের লিখে সই করেছেন", কথাটিও ভিত্তিহীন।

চিঠির বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রমাণের জন্য লেখক টোকিও যাওয়ার প্রাক্কালে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকালে সংঘটিত কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করে লিখেছেন, "... বললাম সময়মতো কাজটা ওরা শেষ করেনি। আপনি নাকি বলেছেন প্রয়োজনে আরও সময় নিন। আমার কথায় আকাশ থেকে পড়লেন যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী (সাবেক)—আমি বলেছি? আরও সময় নিতে?— না। এমন কথা তো বলিনি।"

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অনৈতিকভাবে লুৎফর সাহেব এসব তথ্য বিবৃত করেছেন। যে-বিষয় সর্বসাধারণের আলোচ্য বিষয় নয় অথচ লুৎফর সাহেব যা করেছেন, তা নিয়ে আমার জবাব না দিলে জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে বিগত ২০০০ সালের ৭ নবেম্বর সকাল ১১টায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও আমার গণভবনে বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ রচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই আলোচনা বৈঠকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আবদুস সামাদ এবং প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিমও উপস্থিত ছিলেন। সুদীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় পাণ্ডুলিপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথির বিষয়ে যেভাবে কথা হয় সেভাবেই বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়। একাধিকবার মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর রেফারেন্স প্রয়োজনবশত দেয়ায় রিটন সাহেব ক্ষুব্ধ কেন? অনেকের মতো আমি কোন অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিনি। উক্ত বৈঠক ও আলোচনাতে অন্য যে তিন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হবে। অধিকন্তু ২০০০ সালের ৭ নবেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রেকর্ডকৃত সাক্ষাতপ্রার্থীদের তালিকা দেখলেও সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

লুৎফর রহমান সাহেবের বক্তব্যে 'কীর্তিমানদের অর্থলিপ্সা'র যে-অপবাদ আমাকে দেয়া হয়েছে তাতে আমার ক্ষতি হবে না, কারণ আমার সারা জীবনের নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ডই আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করবে। জনাব রিটন এ ধরনের আক্রোশমূলক ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়ে নিজের ভাবমূর্তিকে মলিন করেছেন। তবে তাঁর আক্ষেপ "বঙ্গবন্ধুর জীবনীটি প্রকাশিত হলো না" তা অমূলক নাও হতে পারে। তিনি জনসমক্ষে অসত্য তথ্য দিয়ে যে-বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন তাতে বঙ্গবন্ধুর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হতে বিলম্ব ঘটার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। সেই আশঙ্কায় জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে এই প্রতিবাদ।